দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 3 1 JAN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

২/

71

সরকারের জারিকৃত নির্দেশে

# প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অচল হয়ে পড়বে

মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এমতাবস্থায় ঢাকা মহানগরীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের নিকট অনুরূপভাবে চাঁদা আদায় করা হয় কিনা, হইলে সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অধিদপ্তরে প্রতিবেদন পেশ করিতে অনুরোধ করা হইল।

পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।'

উপ-পরিচালক এ পত্রটি লিখেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ঢাকা) 'অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হইল' বলে পাঠিয়েছেন ঢাকার সকল থানা শিক্ষা অফিসারকে। জেলা শিক্ষা অফিসার তাঁর ইনডোর্সমেন্টে লিখেছেনঃ 'তাহার থানাধীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের নিকট হইতে অনুরূপভাবে চাঁদা/ভর্তির ফি আদায় হইলে সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অত্রাফিসকে বিদ্যালয় খোলার তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জরুরী অবহিত করার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ইনডোর্স করা এই পত্রের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর '৯২। এ ধরনের পত্র পেয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ বিপাকে পড়েছেন। এ কারণে যে, বিদ্যালয় মিলনায়তন বা কক্ষ ভাড়া ইতোপূর্বে বন্ধ করা হয়েছে; বর্তমান জারিকৃত নির্দেশবলে যদি শুধুমাত্র ভর্তিকালীন ন্যূনতম চাঁদাও গ্রহণ করতে না দেয়া হয়, তবে বিদ্যালয়গুলো চলবে কিভাবে? বার্ষিক মঞ্জুরীর ঐ ৩৬০ টাকায়?

যদি কোন বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত বই প্রদানের সময় কোন প্রধান শিক্ষক অর্থ নিয়ে থাকেন বা অন্য কোন অজুহাতে চাঁদা আদায় করে থাকেন, যার সপক্ষে কোন বৈধ (পরিচালনা পরিষদ অনুমোদিত) রসিদ নেই, তেমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হোক, এ বিষয়ে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু মূল অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে যদি ন্যূনতম এককালীন বার্ষিক চাঁদা, যা পরিচালনা-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্রহণ করা হয়, তা বন্ধ করা হয় তবে বিদ্যালয়গুলো চলবে কিভাবে? এটিকেই যদি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে ধরে নেই, তবেতো প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য সরকারকে বার্ষিক চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুরী দিতে হবে। সরকারকে এ বিষয়টি ভাবতে হবে। আর সরকার যদি এতে সম্মত না হন, তবে সরকারকে এও ভাবতে হবে তারা কীভাবে বিদ্যালয়গুলো সচল রাখবেন। স্থানীয়ভাবে ডোনেশন সব সময় পাওয়া যায় না। কাজেই বার্ষিক ৩৬০ টাকা প্রদান করে বিদ্যালয় সচল রাখার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অবিলম্বে জারিকৃত নির্দেশের সংশোধনী আনা প্রয়োজন। অন্যথায় বিদ্যালয়গুলোর সংরক্ষিত তহবিল নিঃশেষ হয়ে গেলে বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। নির্দেশটি জারির পূর্বে কি এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিলো?